৭. সম্বন্ধ কারক

সংজ্ঞার্থ: যে কারকে বিশেষ্য বা সর্বনাম পদের সঙ্গে আরেক বিশেষ্য বা সর্বনাম পদের সম্পর্ক নির্দেশিত হয়, তাকে সম্বন্ধ কারক বলে। এটি অন্য কারকের মতো সরাসরি ক্রিয়াসম্পর্কিত নয়; এর সম্পর্ক প্রধানত নামপদ-নামপদের মধ্যে। তাই সম্বন্ধ কারককে ক্রিয়াসম্পর্কহীন বা পরোক্ষ ক্রিয়াসম্পর্কিত কারক বলা যায়।

প্রশ্ন-কাঠামো

কার/কাসের + নামপদ?

উদাহরণ: ১. রাহিমের বই। ২. ফুলের গন্ধ। ৩. মায়ের কথা।

এখানে 'রাহিমের' শব্দটি 'বই'-এর সঙ্গে, 'ফুলের' শব্দটি 'গন্ধ'-এর সঙ্গে, 'মায়ের' শব্দটি 'কথা'-র সঙ্গে সম্পর্কিত। এগুলো সরাসরি ক্রিয়ার সঙ্গে নয়।

সম্বন্ধ কারকের বিভক্তি

সম্বন্ধ কারকে সাধারণত -র, -এর, -য়ের, -কার, -কের বিভক্তি ব্যবহৃত হয়।

গঠন	উদাহরণ
আমি + র	আমার ভাই।
খালিদ + এর	খালিদের বই।
বই + এর	বইয়ের পাতা।
আজ + কার	আজিকার > আজকের কাগজ।
পূর্বে + কার	পূর্বেকার ঘটনা।
কাল + এর	কালের কথা।

সম্বন্ধ কারকের প্রকারভেদ: সম্বন্ধ কারক বহু প্রকারের হতে পারে। নিচে ব্যবহারভিত্তিক প্রধান রূপগুলো দেওয়া হলো–

প্রকার	উদাহরণ	অর্থ
অধিকার সম্বন্ধ	রাজার রাজ্য, প্রজার জমি।	মালিকানা/অধিকার
জন্ম-জনক সম্বন্ধ	গাছের ফল, পুকুরের মাছ।	উৎস/জন্ম
কার্যকারণ সম্বন্ধ	অগ্নির উত্তাপ, রোগের কষ্ট।	কারণ-ফল
উপাদান সম্বন্ধ	রূপার থালা, সোনার বাটি।	উপাদান
প্রকার	**উদাহরণ**	**অর্থ**
গুণ সম্বন্ধ	মধুর মিষ্টতা, নিমের তিক্ততা।	গুণ
হেতু সম্বন্ধ	ধনের অহংকার, রূপের দেমাক।	হেতু/কারণ
ব্যাপ্তি সম্বন্ধ	রোজার ছুটি, শরতের আকাশ।	সময়/পরিসর
ক্রম সম্বন্ধ	পাঁচের পৃষ্ঠা, সাতের ঘর।	ক্রম
অংশ সম্বন্ধ	হাতির দাঁত, মাথার চুল।	অংশ-সম্পর্ক
ব্যবসায় সম্বন্ধ	পাটের গুদাম, আদার ব্যাপারী।	ব্যাবসা/পেশা
ভগ্নাংশ সম্বন্ধ	একের তিন, সাতের পাঁচ।	ভগ্নাংশ
কৃতি সম্বন্ধ	নজরুলের 'অগ্নিবীণা'।	স্রষ্টা-কর্ম
আধার-আধেয়	বাটির দুধ।	আধার ও আধেয়
অভেদ সম্বন্ধ	জ্ঞানের আলো।	অভিন্নতা/রূপক

উপমান-উপমেয়	ননির পুতুল, লোহার শরীর।	তুলনা
বিশেষণ সম্বন্ধ	সুখের দিন, যৌবনের চাঞ্চল্য।	বৈশিষ্ট্য
নির্ধারণ সম্বন্ধ	সবার সেরা, সবার ছোটো।	নির্ধারণ
কারক সম্বন্ধ	রাজার হুকুম, প্রভুর সেবা।	কারকধর্মী সম্পর্ক

কারক-সম্বন্ধের উপধারা

সম্বন্ধ কারকের ভেতরে কখনো অন্য কারকের ছায়া দেখা যায়।

উপধারা	উদাহরণ	উপধারা	উদাহরণ
কর্তৃ সম্বন্ধ	রাজার হুকুম।	অপাদান সম্বন্ধ	বাঘের ভয়, বৃষ্টির পানি।
কর্ম সম্বন্ধ	প্রভুর সেবা, সাধুর দর্শন।	অধিকরণ সম্বন্ধ	খেতের ধান, দেশের লোক।
করণ সম্বন্ধ	চোখের দেখা, হাতের লাঠি।	সম্প্রদান সম্বন্ধ	ভিক্ষার চাল, বন্যার ত্রাণ।

সম্বোধন পদ: কেন কারক নয়?

'সম্বোধন' শব্দের অর্থ আহ্বান। যাকে ডেকে বা আহ্বান করে কিছু বলা হয়, তাকে সম্বোধন পদ বলে।

উদাহরণ: ১. ওহে মাঝি, আমাকে পার করো। ২. হে নাবিক, মিনতি আমার রাখো। ৩. ওরে খোকা, যাবার সময় একটা কথা শুনে যাস।

সম্বোধন পদ বাক্যের অংশ হলেও ক্রিয়াপদের সঙ্গে এর প্রত্যক্ষ সম্পর্ক নেই। তাই বাংলা ব্যাকরণে সম্বোধন পদকে সাধারণত কারক বলা হয় না।

তুলনা

পদ	ক্রিয়ার সঙ্গে সম্পর্ক আছে?	কারক?
খোকা বই পড়ে।	আছে	খোকা = কর্তৃকারক
ওরে খোকা, বই পড়।	'খোকা' আহ্বানমাত্র	সম্বোধন পদ, কারক নয়

সম্বোধন পদের পরে আধুনিক লেখায় সাধারণত কমা ব্যবহৃত হয়। পূর্বে বিস্ময়সূচক চিহ্নও ব্যবহৃত হতো।

কারক-বিভক্তির বিশেষ সতর্কতা

বাংলা ভাষায় কোনো নির্দিষ্ট কারকের জন্য সব সময় নির্দিষ্ট বিভক্তি থাকে না। একই বিভক্তি বিভিন্ন কারকে ব্যবহৃত হতে পারে; আবার একই কারক বিভিন্ন বিভক্তিতে প্রকাশিত হতে পারে। তাই কারক নির্ণয়ের প্রধান উপায় হলো– ক্রিয়ার সঙ্গে নামপদের সম্পর্ক বোঝা।

একটি প্রথাগত সূত্র হিসেবে বলা যায়–

বিভক্তি দেখে নয়, সম্পর্ক দেখে কারক চেনো।

সকল কারকে শূন্য বিভক্তির প্রয়োগ

কারক	উদাহরণ	কারক	উদাহরণ
কর্তৃকারক	রহিম বাড়ি যায়।	সম্প্রদান	ভিক্ষা দাও দেখিলে ভিক্ষুক।
কর্মকারক	ডাক্তার ডাকো।	অপাদান	ট্রেনটি ঢাকা ছাড়ল।
করণ কারক	ছেলেরা বল খেলে।	অধিকরণ	সারারাত বৃষ্টি হয়েছে।

সকল কারকে সপ্তমী/এ বিভক্তির প্রয়োগ

কারক	উদাহরণ	কারক	উদাহরণ
কর্তৃকারক	লোকে বলে।	সম্প্রদান	দীনে দয়া করো।
কর্মকারক	জিজ্ঞাসিব জনে জনে।	অপাদান	তিলে তেল হয়।

করণ কারক	জ্ঞানে আনন্দ লাভ হয়।	অধিকরণ	বনে বাঘ থাকে।

সকল কারকে দ্বিতীয়া/পক বিভক্তির প্রয়োগ

কারক	উদাহরণ	কারক	উদাহরণ
কর্তৃকারক	আমাকে যেতে হবে।	সম্প্রদান	ভিক্ষুককে ভিক্ষা দাও।
কর্মকারক	পুলিশকে সংবাদ দাও।	অপাদান	বাবাকে বড্ড ভয় পাই।
করণ কারক	ফাটা বলকে খেলা যায় না।	অধিকরণ	আজকে বেশ গরম পড়েছে।

সকল কারকে ষষ্ঠী বিভক্তির প্রয়োগ

কারক	উদাহরণ	কারক	উদাহরণ
কর্তৃকারক	আমার যাওয়া হবে না।	সম্প্রদান	ভিক্ষুকদের পয়সা দাও।
কর্মকারক	তোমার দেখা পেলাম না।	অপাদান	বাঘের ভয়ে সকলে ভীত।
করণ কারক	কালির দাগ সহজে ওঠে না।	অধিকরণ	নদীর জল ঘোলাও ভালো।

কারক নির্ণয়ের কৌশল

প্রথাগতভাবে কারক নির্ণয়ের জন্য ক্রিয়ার সঙ্গে প্রশ্ন করা হয়। তবে শুধু প্রশ্ন মুখস্থ করলেই হবে না; বাক্যের অর্থ ও বিভক্তির ব্যবহারও বুঝতে হবে।

কারক	প্রশ্ন	বাক্যের ধরন	সচরাচর বিভক্তি
কর্তৃকারক	কে/কারা/কীসে + ক্রিয়া?	কাজের কর্তা	শূন্য/প্রথমা
কর্মকারক	কী/কাকে + ক্রিয়া?	কাজের বস্তু/লক্ষ্য	শূন্য/দ্বিতীয়া
করণ কারক	কী দিয়ে/কীসের দ্বারা + ক্রিয়া?	মাধ্যম/উপকরণ	তৃতীয়া/দিয়ে/দ্বারা
কারক	**প্রশ্ন**	**বাক্যের ধরন**	**সচরাচর বিভক্তি**
অপাদান কারক	কোথা থেকে/কী থেকে + ক্রিয়া?	উৎস/বিচ্ছেদ/তুলনা	পঞ্চমী/থেকে/হতে
অধিকরণ কারক	কোথায়/কখন/কাসে + ক্রিয়া?	স্থান/কাল/ভাব	সপ্তমী/-এ/-তে/-য়
সম্বন্ধ কারক	কার/কাসের + নামপদ?	নামপদ-সম্পর্ক	ষষ্ঠী/-র/-এর

NABARUN PUBLICATION

সমগ্র শ্রেণিবিভাগের মানচিত্র

কারক

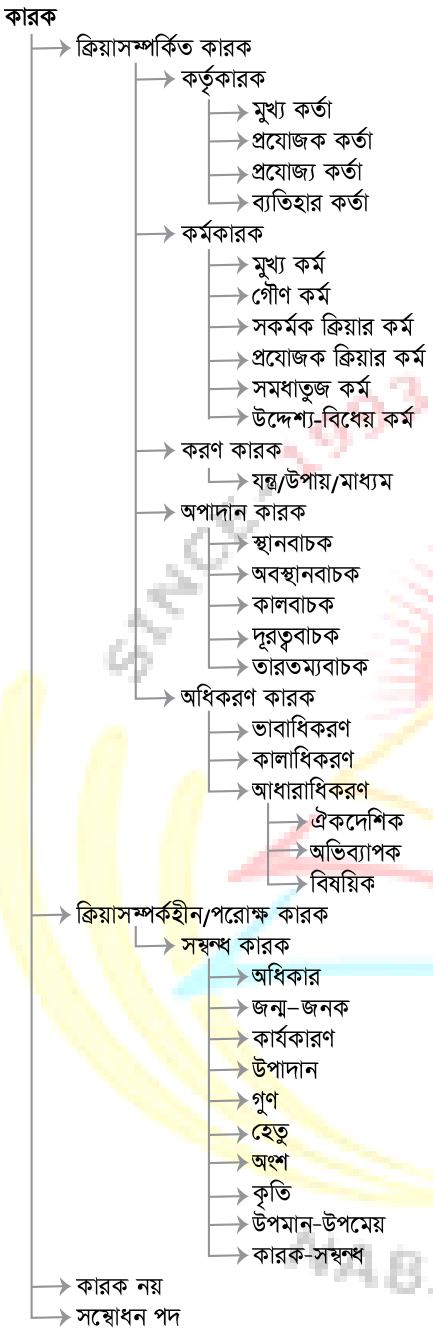

- ক্রিয়াসম্পর্কিত কারক
  - কর্তৃকারক
    - মুখ্য কর্তা
    - প্রযোজক কর্তা
    - প্রযোজ্য কর্তা
    - ব্যতিহার কর্তা
  - কর্মকারক
    - মুখ্য কর্ম
    - গৌণ কর্ম
    - সকর্মক ক্রিয়ার কর্ম
    - প্রযোজক ক্রিয়ার কর্ম
    - সমধাতুজ কর্ম
    - উদ্দেশ্য-বিধেয় কর্ম
  - করণ কারক
    - যন্ত্র/উপায়/মাধ্যম
  - অপাদান কারক
    - স্থানবাচক
    - অবস্থানবাচক
    - কালবাচক
    - দূরত্ববাচক
    - তারতম্যবাচক
  - অধিকরণ কারক
    - ভাবাধিকরণ
    - কালাধিকরণ
    - আধারাধিকরণ
      - ঐকদেশিক
      - অভিব্যাপক
      - বিষয়িক
- ক্রিয়াসম্পর্কহীন/পরোক্ষ কারক
  - সম্বন্ধ কারক
    - অধিকার
    - জন্য-জনক
    - কার্যকারণ
    - উপাদান
    - গুণ
    - হেতু
    - অংশ
    - কৃতি
    - উপমান-উপমেয়
    - কারক-সম্বন্ধ
- কারক নয়
- সম্বোধন পদ

কারকের শ্রেণিবিভাগ প্রকৃতপক্ষে বাক্যের সম্পর্ক-বিন্যাস বোঝার একটি বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি। কর্তা দেখায় কে কাজ করছে; কর্ম দেখায় কাজের লক্ষ্য; করণ দেখায় উপায়; অপাদান দেখায় উৎস বা বিচ্ছেদ; অধিকরণ দেখায় স্থান, কাল বা আধার; আর সম্বন্ধ কারক দেখায় নামপদের সঙ্গে নামপদের সম্পর্ক। সম্প্রদান কারক প্রথাগত আলোচনায় গুরুত্বপূর্ণ হলেও আধুনিক বাংলায় তা অনেক সময় কর্ম বা নিমিত্তধর্মী সম্পর্কের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়। সম্বোধন পদ বাক্যের অংশ হলেও ক্রিয়ার সঙ্গে প্রত্যক্ষ সম্পর্ক না থাকায় কারক নয়।

অতএব, বাংলা কারক বোঝার মূল কথা হলো– ক্রিয়াকে কেন্দ্র ধরো, নামপদের ভূমিকা বুঝো, বিভক্তি ও অনুসর্গের চিহ্ন দেখো, তারপর সম্পর্কের নাম নির্ধারণ করো। এই পদ্ধতিতে কারক শুধু মুখস্থের বিষয় থাকে না; এটি হয়ে ওঠে বাক্যের ভেতরের যুক্তি ও অর্থ-সংগঠনের চাবিকাঠি।

NABARUN PUBLICATION